প্রথম আলো

তারিখ ... 18 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২

বিদেশে ছাত্র পাঠানোর নামে প্রতারণা

দেশীয় প্রতারকদের সঙ্গে রয়েছে বিদেশিরাও

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা প্রায় অর্ধশত ছাত্র এখন প্রতারকদের পেছনে ছুটছেন। প্রায় দুই কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া এনামুল হক নামের একজনকে আটক করে তাঁরা পুলিশে দিয়েছেন।

এ ছাড়া শিক্ষার্থী ভর্তির কথা বলে ৫৮ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রাজধানীর তেজগাঁও থানার পুলিশ সম্প্রতি ভুন জোসি ফদিসকি নামে মেসিডোনিয়ার এক নাগরিককে গ্রেপ্তার করে।

জানা যায়, সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে এনামসহ অন্যরা বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে প্রতারণার ফাঁদ পাতে। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর নামে তারা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিন থেকে পাঁচ লাখ করে টাকা নেয়। রাজধানীর ধানমন্ডি, সিলেট ও চট্টগ্রামে তারা অ্যামবিশন প্লাস কনসালট্যান্ট লিমিটেড নামে কার্যালয় খুলে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে। কিন্তু নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে তারা শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠাতে পারেনি। এরপর শিক্ষার্থীরা টাকা ফেরত চাইলে আত্মগোপন করে।

২৭ মার্চ ফার্মগেট এলাকার ইন্দিরা সড়কের ২৫/সি নম্বরের 'পাসপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা এনামকে ধরে পুলিশে দেন। এক প্রতারিত ছাত্রের বাবার দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

জানা যায়, উচ্চশিক্ষার কথা বলে বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে একশ্রেণীর প্রতারক চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র পাঠানোর কথা বলে তাদের অনেকে 'আদম ব্যবসা' করছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো অনুমোদন নেই। শুধু ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে তারা এ প্রতারণা করছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী কাজী হাবিব বলেন, চটকদার বিজ্ঞাপন ও মিষ্টি কথায় ভুলে তাঁর মতো প্রায় অর্ধশত ছাত্র প্রতারিত হয়েছেন। আসাদুজ্জামান চৌধুরী, তাইফুর রহমান, রনি, রকিব, এহতেশাম ফারুকী নামের কয়েকজন প্রতারিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ রিয়াজ বলেন, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, তারা নিরীহ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কৌশলে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

২০০৫ সালে ফার্মগেটের ইন্দিরা সড়কের মোস্তাফিজুর রহমান ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেসিডোনিয়া ইউরো কলেজে বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তির বিষয়ে যোগাযোগ করেন। কলেজের পক্ষে ভর্তি কর্মকর্তা পরিচয়ে ফদিসকি কথা বলেন। ফদিসকি প্রথমে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ২৮ লাখ টাকা নেন। পরে তিনি আরও ৩০ লাখ টাকা নেন। এরপর সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ফদিসকি।